দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 18 APR 1992
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী

দেশকে স্বনির্ভর করতে চাই বিজ্ঞান চর্চা ও লাগসই প্রযুক্তি

স্টাফ রিপোর্টার : পঞ্চদশ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ শুরু হয়েছে। এর উদ্বেধনী ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী জমির উদ্দিন সরকার বিজ্ঞান চর্চা ও লাগসই প্রযুক্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, দেশ ও জাতিকে স্বনির্ভর করে তুলতে তা' একান্ত প্রয়োজন।

শুক্রবার সকালে আগারগাঁয় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘরে এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। এতে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইউনুস খান বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের যুগ্ম সচিব বেগম খোদেজা আজম ও ধন্যবাদসূচক বক্তব্য দেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘরের পরিচালক মোবারক আলী আখন্দ। এছাড়া অনুষ্ঠানে দু'জন ক্ষুদে বিজ্ঞানী নিজ অনুভূতির কথা ব্যক্ত করে। তারা হল চুয়াডাঙ্গা সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী মাহফুজা পরভীন চপল ও নটরডেম কলেজ বিজ্ঞানী ক্লাবের ফয়সল হাবিব খান নোমান।

এ উপলক্ষে চারদিনের এক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রদর্শনীও শুরু হয়েছে। আগামী ২০ এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা আড়াইটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত এই প্রদর্শনী সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এর উদ্দেশ্য

(আটের পাতায় ৬-এর কঃ দ্রঃ)

লাগসই প্রযুক্তি

(প্রথম পৃঃ পর)

হচ্ছে সর্বস্তরে বিজ্ঞান অনুরাগ ও বিজ্ঞান সাক্ষরতা সৃষ্টি। জনসাধারণকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসামান্য অবদান সম্পর্কে অবহিত করা। দেশজ সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশোপযোগী উদ্ভাবনামূলক প্রকল্প নির্মাণে যোগানও এই সপ্তাহের লক্ষ্য। দেশের স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে যথাযথ অবদান রাখতে পারে সেই লক্ষ্যে নবীন বিজ্ঞানীরা এসব প্রকল্প নির্মাণ করছে। একারণে আমরা আশাবাদী। এসব নবীন বিজ্ঞানী একদিন সমাজে নিজেদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে বলে বিশ্বাস রাখি।

অধ্যক্ষ ইউনুস খান

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইউনুস খান বলেন, সারা দেশের কয়েক হাজার উদীয়মান নবীন বিজ্ঞানী এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। দেশীয় সম্পদের সাহায্যে নবীন বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত বিজ্ঞান প্রকল্পগুলো তাদের বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভার সাক্ষর বহন করে। দেশের প্রগতির ধারাকে জোরদার করার লক্ষ্যেই তারা তৈরি করছে এসব প্রকল্প।

গ্রামের লোকদের অবস্থা- সম্পর্কে প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের শতকরা ৮০ জন লোক বাস করে গ্রামে। কিন্তু তাদের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা নেই। নিরক্ষরতার অন্ধকার তাদের ঘিরে রেখেছে। তারা অধিকাংশই প্রাচীন ধ্যান-ধারনায় আচ্ছন্ন। তাদের প্রায় সবাই মূলত কৃষক ও শ্রমিক। তাদের অবস্থান দারিদ্র্যের নিম্নতম স্তরে। তাদের দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটন ঘুচিয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথার্থ প্রয়োগ। আমাদের নবীন বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত ছোট ছোট প্রকল্পই একদিন বড় প্রকল্পে পরিণত হতে পারে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বেগম খোদেজা আজম জানান, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় ৩০ হাজার ক্ষুদে বিজ্ঞানী ও কর্মী অংশ নেয়।

অনুষ্ঠানে নবীন বিজ্ঞানী নটরডেম কলেজের ছাত্র ফয়সল হাবিব খান নোমান বলে, আমরা নবীন এই উচ্ছ্বাস আমাদের আছে। কিন্তু তা' ব্যক্ত করার আগেই আমাদের ভাবতে হয়-আমরা বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের নাগরিক।

নবীন বিজ্ঞানী মাহফুজা পারভীন চপল বলে, এতবড় এক অনুষ্ঠানে বলবার সুযোগ পেয়ে আমি গৌরবান্বিত।

অনুষ্ঠানে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফ ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহম্মদ শামসুল হকসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

আজকের কর্মসূচী

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৯টায় অনুষ্ঠিত হবে "পরিবেশ ও বিজ্ঞান" সম্পর্কে সিম্পোজিয়াম। মূল বক্তব্য রাখবেন প্রফেসর কাজী জাকের হোসেন। সভাপতিত্ব করবেন ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতী মরফুদ্দীন।